ঢাকা মহানগরীর বিএনপি নেতা মোঃ রফিকুল ইসলাম মজুমদারকে র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নিয়ে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭.৪৫ টায় ঢাকা মহানগরীর ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ রফিকুল ইসলাম মজুমদারকে (৪২) র‍্যাব (র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে হত্যার অভিযোগ করেছে তাঁর শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার চন্ডীপুর গ্রামের হাজী মনিরুজ্জামান ও মোসাম্মৎ সুফিয়া বেগমের ছেলে রফিকুল ইসলাম মজুমদার ঢাকা মহানগরীর কদমতলী থানার জিয়া স্মরণী রোডের শনির আখড়ায় বসবাস করতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন, ঢাকা মহানগর হকার্স মার্কেট কমিটির সহ-সভাপতি।

৪ জানুয়ারি ২০১৩ রফিকুল ঢাকা থেকে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার আনন্দনগর গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে যান। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় ৬/৭ জন র‍্যাবের পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী ব্যক্তি নিজেদের র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে রফিকুল ইসলাম মজুমদারকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। একইদিন অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার আদাবাড়ীয়া গ্রামের আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে রফিকুলের লাশ পাওয়া যায়। রফিকুলের হাতে হাতকড়া লাগানো (হাতকড়ায় ইংরেজীতে পুলিশ শব্দটি লেখা ছিল), মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন এবং গলায় মাফলার দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছিল। পুলিশ এবং ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের ভাষ্যমতে, নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে রফিকুলকে হত্যা করা হয়েছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- রফিকুলের আত্মীয়-স্বজন
- লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- লাশের গোসলদানকারী এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ ১. রফিকুল ইসলাম ২. হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় রফিকুলের লাশ (সংগৃহীত) এবং ৩.রফিকুলের হাতে পুলিশ লেখা হাতকড়া (সংগৃহীত)

মোসাম্মৎ লিপি খাতুন (৪৫), রফিকুলের শ্বাশুড়ী, গ্রামঃ আনন্দনগর, উপজেলাঃ শৈলকুপা, ঝিনাইদহ

মোসাম্মৎ লিপি খাতুন অধিকারকে জানান, তাঁর বড় মেয়ে স্নিগ্ধা এবং ছোট মেয়ে আয়শা সিদ্দিকা ঝরা। ঝরার স্বামী রফিকুল ছিলেন ঢাকা মহানগরীর ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর হকার্স মার্কেট পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি।

রফিকুল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঢাকা মহানগরীর শনির আখড়ায় বসবাস করতেন। ৪ জানুয়ারি ২০১৩ প্রয়োজনীয় কাজে রফিকুল ঢাকা থেকে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার আনন্দনগর গ্রামে মোসাম্মৎ লিপি খাতুনের বাড়িতে আসে।

৫ জানুয়ারি ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় তিনি বাড়ীর গেটের বাইরে একটি গাড়ী থামার আওয়াজ পান। একজন লোক তাঁর বাড়ির গেটে লাথি মেরে গেট খুলতে বলে। তখন লোডশেডিং চলছিল। তাই তিনি তখন মোমবাতি জ্বালিয়ে গেটের কাছে যান এবং গেটের কাছে থাকা লোকটির পরিচয় জানতে চান। গেটের অপর পাশ থেকে লোকটি নিজেকে র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয়। তিনি গেট খোলার আগেই র‍্যাবের পোশাক পড়া (ইংরেজীতে র‍্যাব লেখা) এবং অস্ত্র হাতে ৬/৭জন লোক দেয়াল টপকে তাঁর বাসার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

তারা তাঁর কোন কথা না শুনেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁর মেয়ে স্নিগ্ধার কাছে জানতে চায়, রফিকুল কোথায়? বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করা নিয়ে স্নিগ্ধার সঙ্গে র‍্যাব সদস্যদের বাকবিতণ্ডা হয়।

একজন র‍্যাব সদস্য তখন চেঁচিয়ে বলেন, "পাইছি, পাইছি.....এখানে.....।"তখন একজন র‍্যাব সদস্য রফিকুলের হাতে হাতকড়া লাগায় এবং রফিকুলকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তুই ঢাকা থেকে কখন ঝিনাইদহে আসিস আর কখন চলে যাস আমরা সবই জানি।" কি কারণে রফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তা তিনি র‍্যাব সদস্যদের কাছে জানতে চান এবং রফিকুলকে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু একজন র‍্যাব সদস্য তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং ঝিনাইদহ র‍্যাব ক্যাম্পে যোগাযোগ করে রফিকুলকে ছাড়িয়ে আনতে বলে। রফিকুলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তিনি র‍্যাবের এক সদস্যের পা জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু ঐ র‍্যাব সদস্য তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। পরে র‍্যাব সদস্যরা রফিকুলকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে একটি সাদা মাইক্রোবাস আগে থেকেই রাখা ছিল। রফিকুলকে তারা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে দ্রুত চলে যায়।

এমন সময় স্নিগ্ধার স্বামী সাইদুর রহমান তাঁকে ফোন করলে তিনি সাইদুরকে তাঁর বাড়ীতে আসতে বলেন। সাইদুর তাঁর কাছে এলে তিনি বলেন, রফিকুলকে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তখন সাইদুর মোবাইল ফোনে র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পে ফোন করে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একজন র‍্যাব সদস্য সাইদুরের কাছে বিস্তারিত জানতে চায়। সাইদুর ঐ র‍্যাব সদস্যকে বলে, কয়েকজন র‍্যাবের পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী ব্যক্তি নিজেদের র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁর ভায়রা রফিকুলকে ধরে নিয়ে গেছে। ঐ র‍্যাব সদস্য তখন বলে যে, তারা তখনই সকল র‍্যাব কার্যালয় এবং থানায় বার্তা পাঠিয়ে খোঁজখবর নিবে।

রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় র‍্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কয়েকজন র‍্যাব সদস্য একটি টহল ভ্যান নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আসে এবং তাঁর কাছ থেকে ঘটনাটি শোনে। এক পর্যায় তারা আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্নিগ্ধার স্বামী সাইদুরকে ভ্যানে তুলে র‍্যাব ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

৬ জানুয়ারি ২০১৩ ভোর রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় র‍্যাব সদস্যরা সাইদুরকে ভ্যানে করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সাইদুর তাঁকে জানায়, সে যখন র‍্যাব ক্যাম্পে র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন এক র‍্যাব সদস্য তাকে বলেন, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানা পুলিশ জানিয়েছে যে, একটি লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু লাশটি রফিকুলের কিনা তা জানা যায়নি।

৬ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে তাঁর মেয়ে ঝরা ও রফিকুলের মামা জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজন ঢাকার শনির আখড়া থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানায় যায় এবং থানা কম্পাউন্ডে রফিকুলের লাশ সনাক্ত করার পর তাঁকে মোবাইল ফোনে রফিকুলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।

<u>সাইদুর রহমান (৩০), রফিকুলের ভায়রা, গ্রামঃ আনন্দনগর, উপজেলাঃ শৈলকুপা, ঝিনাইদহ</u>

সাইদুর রহমান অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ সন্ধ্যায় তিনি শ্বশুর বাড়ীতে তাঁর বন্ধু আশরাফুল এবং তাঁর ভায়রা রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় বাসার সামনে একটি গাড়ী থামার শব্দ পান। একজন লোক বাড়ির গেটে লাথি মেরে দরজা খুলতে বলে। তখন তিনি ভয় পেয়ে দরজা না খুলে তাঁর বন্ধু আশরাফুলকে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর শ্বাশুড়ী লিপি খাতুনের মোবাইলে ফোন করেন। তখন তাঁর শ্বাশুড়ী তাঁকে বাসায় ফিরতে বলেন। তিনি বাসায় ফিরে জানতে পারেন, ৬/৭ জন র‍্যাব সদস্য রফিকুলকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা যাওয়ার সময় ঝিনাইদহ র‍্যাব ক্যাম্পে যোগাযোগ করতে বলেছে। তখন তিনি মোবাইল ফোনে ঝিনাইদহ র‍্যাব-৬ ক্যাম্প, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের বিষয়টি জানান। রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় ঝিনাইদহ র‍্যাব-৬ ক্যাম্প থেকে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য সেখানে আসে এবং তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কাছে রফিকুলের গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানতে চায়। পরে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে ভ্যানে তুলে র‍্যাব ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে রফিকুলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে একজন র‍্যাব সদস্য তাঁকে জানায়, র‍্যাব অফিসের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তারা খবর পেয়েছে যে, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানায় একটি লাশ পাওয়া গেছে। সেটি রফিকুলের লাশ কিনা তা তারা নিশ্চিত নয়।

৬ জানুয়ারি ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৩.০০ টায় র‍্যাবের ভ্যানে করে তাঁকে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় তাঁর শ্যালিকা ঝরা ও রফিকুলের মামা জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজন ঢাকা থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে কুমারখালী থানায় যায় এবং থানা কম্পাউন্ডে রফিকুলের লাশ সনাক্ত করে তাঁকে মোবাইল ফোনে এই বিষয়টি জানায়।

মোঃ চতুর আলী মন্ডল (৫৫), লিপি খাতুনের প্রতিবেশী

মোঃ চতুর আলী মন্ডল অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় তিনি আনন্দনগর জামে মসজিদ থেকে নামাজ শেষে বাড়ী ফেরার সময় দেখেন, একটি সাদা মাইক্রোবাস লিপি খাতুনের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো। রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় লিপি খাতুনের বাড়িতে হৈচৈ শুনে সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, র‍্যাব সদস্যরা সাদা মাইক্রোবাসে করে এসে লিপি খাতুনের ছোট মেয়ে ঝরার স্বামী রফিকুলকে ধরে নিয়ে গেছে। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে রফিকুলের ভায়রা সাইদুরের কাছে তিনি জানতে পারেন, র‍্যাব সদস্যরা রফিকুলকে ধরে নেয়ার পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে।

ছবিঃ আদাবাড়ীয়া গ্রামের আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেত। যেখানে রফিকুলের লাশ পাওয়া যায়।

মনিরুল ইসলাম (২৬), কৃষক, দক্ষিণ মনোহরপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

মনিরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ি বাগুলাট ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিণ মনোহরপুর গ্রামে। ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি পান্টি বাজার থেকে আদাবাড়িয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। এমন সময় স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে পারেন, আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে একটি লাশ পড়ে আছে। তিনি ঐ লাশের কাছে গিয়ে দেখেন, লাশের হাতে হাতকড়া এবং গলায় মাফলার দিয়ে ফাঁস লাগানো। রাত আনুমানিক ১০.৩০ টায় পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় পুলিশ লাশ নিয়ে চলে যায়।

এসআই কে এম জাফর আলী, ক্যাম্প ইনচার্জ, বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্প, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া

এসআই কেএম জাফর আলী অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় বাঁশগ্রাম বাজারে ডিউটি করাকালীন সময় স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে পারেন, আদাবাড়িয়া গ্রামের আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে কে বা কারা একটি লাশ ফেলে রেখে গেছে। তিনি রাত আনুমানিক ১০.৩০টায় পেঁয়াজ ক্ষেতে যান এবং এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে খবরের সত্যতা পান। আদাবাড়ীয়া গ্রামের কুসুম নামে এক মহিলা তাঁকে জানান, নিহত ব্যক্তি তাঁর আত্মীয় ছিল। নাম রফিকুল ইসলাম, বাসা ঢাকা মহানগরীর কদমতলী থানার জিয়া স্মরণী রোডের শনির আখড়ায়।

৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় তিনি পুনরায় ক্যাম্পে যান এবং একটি জেনারেল ডায়রী (জিডি) করেন। বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের জিডি নম্বর- ১১১, তারিখঃ ৫/১/২০১৩। তখন খবরটি কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলী নওয়াজকে জানান।

রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় ওসি মোঃ আলী নওয়াজ, পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়নাল আবেদিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। তিনি ওসির নির্দেশে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।
সুরতহাল প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, দুই হাতে হাতকড়া, কপালের ডান পাশে ওপরে এবং মাথার পেছনে সামান্য ডানে ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। লাশের গলায় মাফলার দিয়ে ফাঁস লাগানো ছিল। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে লাশ কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানায় পাঠিয়ে দেন।

মোঃ আলী নওয়াজ, ওসি, কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়া

মোঃ আলী নওয়াজ অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই কেএম জাফর আলী তাঁকে বেতার বার্তা পাঠান যে, আদাবাড়িয়া গ্রামে আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে একটি লাশ পাওয়া গেছে। তিনি তখন এ বিষয়টি পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন আহমদকে জানান। তখন তিনি পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দিন আহমদ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়নাল আবেদিনকে সঙ্গে নিয়ে আদাবাড়ীয়া গ্রামে আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে যান। রাত আনুমানিক ১১.৪৫ টায় তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই কে এম জাফর আলী লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে তিনি লাশ কুমারখালী থানায় নিয়ে আসেন। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় তিনি নিজে রফিকুল ইসলাম মজুমদারের লাশ পাওয়া গেছে মর্মে একটি জিডি করেন। জিডি নং- ১৮৮, তারিখঃ ৬/১/২০১৩। সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় রফিকুল ইসলাম মজুমদারের স্ত্রী ঝরা থানায় এসে লাশ দেখেন। একইদিন দুপুর ১২.১৫ টায় কনস্টেবল সেলিম রেজার মাধ্যমে ময়না তদন্তের জন্য লাশ কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠান। তিনি জানান, ময়না তদন্ত শেষে লাশ রফিকুলের মামা জাহাঙ্গীর হোসেন নিয়ে যায়।

ডাঃ তাপস কুমার সরকার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল

ডাঃ তাপস কুমার সরকার অধিকারকে জানান, ৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর ১২.১৫ টায় কুমারখালী থানার পুলিশ কনস্টেবল সেলিম রেজা নছিমনে (স্থানীয় ভ্যান) করে রফিকুল নামে এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনে। তিনি লাশের ময়না তদন্ত করেন। যার নম্বর-০৫; তারিখঃ ৬/১/২০১৩। তিনি দেখেন, লাশের মাথার পেছন দিকে কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কাটা দাগ এবং গলায় ফাঁস লাগানোর চিহ্ন ছিল। ঐ ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি ময়না তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন। দুপুর ১.৩০ টায় লাশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মোঃ কালাম (৪৫), রফিকুলের লাশের গোসলদানকারী

মোঃ কালাম অধিকারকে জানান, ৬ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় রফিকুল নামের এক ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্ত শেষে গোসল করানোর জন্য কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে আনা হয়। তিনি লাশের গোসল করান। তিনি জানান, লাশের মাথার পেছনে থেঁতলানোর মত একটি আঘাত ছিল এবং গলায় ফাঁস দেয়ার চিহ্ন ছিল। লাশের গোসল শেষে দুপুর আনুমানিক ৩.৩০ টায় লাশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করেন।

মোঃ আব্দুল বারী, ওসি, শৈলকুপা থানা, ঝিনাইদহ

মোঃ আব্দুল বারী অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় একজন সাংবাদিক (নাম না বলার শর্তে) তাঁকে জানান, ঢাকা মহানগরীর ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম ঢাকা থেকে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার আনন্দনগর গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে কয়েকজন লোক সাদা মাইক্রোবাসে করে রফিকুলকে ধরে নিয়ে গেছে এখবর পেয়ে তিনি চুরিবিল-চাঁদপুর হাইওয়েতে কর্তব্যরত এসআই কবির হোসেনকে এই ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেন। রাত আনুমানিক ১১.০০টায় কুমারখালী থানা থেকে শৈলকুপা থানায় বেতার বার্তায় জানানো হয়, আদাবাড়িয়া গ্রামে একটি লাশ পাওয়া গেছে।

৬ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল ৮.০৫ টায় এসআই কবির হোসেন রফিকুল ইসলামের নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন। যার নম্বর-২২০, তারিখঃ ৬/১/২০১৩। সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় তিনি শৈলকুপা থানার ধর্মচন্দ্রপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই দরবেশকে সঙ্গে নিয়ে রফিকুল ইসলামের বিষয়ে জানতে আনন্দনগর গ্রামে লিপি খাতুনের বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে রফিকুলকে হত্যার বিষয়টি জানতে পারেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১৩ নিহত রফিকুলের ভাই মোঃ মফিজুর রহমান থানায় আসেন এবং তিনি বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৬/৭ জনকে আসামী করে দণ্ডবিধির ৩৬৪/৩০২/২০১/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-১০; তারিখঃ ১৩/১/২০১৩। তিনি বলেন, মামলাটির ব্যাপারে এসআই জুবায়েদকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

কোম্পানি কমান্ডার হামিদুল হক, স্কোয়াড্রন লিডার, র‍্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্প, ঝিনাইদহ

কোম্পানি কমান্ডার হামিদুল হক অধিকারকে জানান, ৫ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় শৈলকুপা থানার আনন্দনগর গ্রামের বাসিন্দা সাইদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি তাঁকে জানান, র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে কয়েকজন ব্যক্তি রফিকুল নামে তাঁর এক আত্মীয়কে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি তখন অন্যান্য র‍্যাব ক্যাম্প এবং কয়েকটি থানায় বার্তা

পাঠান। তিনি একদল র‍্যাব সদস্যকে সেখানে পাঠান। র‍্যাব সদস্যরা ভিকটিম পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আলামত সংগ্রহ করে এবং রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাইদুর রহমানকে র‍্যাব অফিসে নিয়ে আসে। ৬ জানুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ০১.০০ টায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানা থেকে বার্তা মারফত জানানো হয়, আদাবাড়িয়া গ্রামে আলফাজ মিয়ার পেঁয়াজ ক্ষেতে একটি লাশ পাওয়া গেছে। রাত আনুমানিক ৩.০০টায় র‍্যাব সদস্যরা সাইদুরকে বাড়ীতে ফেরত পাঠায়।

তিনি বলেন, র‍্যাব-৬ এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একাধিক দল এই ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করছে।

অধিকারের বক্তব্য

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর হত্যার ঘটনাগুলো ঘটছেই। ২০১২ সালে ৭০ জনকে এভাবে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের হাতে সংগঠিত বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। অধিকার সরকারকে আবারও সতর্ক করে দিয়ে বলতে চায় যে, অবিলম্বে বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ না হলে দায়মুক্তির এই সংস্কৃতি এক ভয়াবহ পরিনতি ডেকে আনবে, যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কখনোই কাম্য নয়।